পদ্মপুকুর ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র

ভাস্কর ভট্টাচার্য

অ্যাক্সেস অডিট বা প্রবেশগম্যতা পরিবীক্ষণের জন্য এই প্রতিবেদককে যেতে হয়েছে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার পদ্মপুকুর ইউনিয়নে। এই তথ্যকেন্দ্রটি রয়েছে সাতক্ষীরা জেলায় শ্যামনগর উপজেলার নওয়াবেঁকি থানায়। এর আয়তন ৩৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩১৮৯৫ জন। ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে পুরোপুরি বিধ্বস্ত এই ইউনিয়নটির বর্তমান অবস্থা খুব করুণ। অনেক পরিবার এখনও গৃহহীন, বেহাল সড়ক ব্যবস্থার কারণে যোগাযোগ সঙ্কট আছে। পর্যাপ্ত সহযোগিতার অভাবে এ অঞ্চলটি এখনো আইলা সৃষ্ট ক্ষত নিরাময়ে ব্যর্থ। সামগ্রিকভাবে অনগ্রসর। এখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছেনি, এই ইউনিয়নে তথ্যপ্রযুক্তির আলো পৌঁছে দিয়েছে বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রকল্প অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) (ওয়েব অ্যাড্রেস)। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ই-তথ্যকোষ ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে আসা হয়েছে।

জাতীয় ই-তথ্যকোষ বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম জীবন-জীবিকাভিত্তিক তথ্যভান্ডার। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যে প্রচুর তথ্য রয়েছে, তা এক জায়গায় একত্রীকরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন কনটেন্টের আর্কাইভ করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে একজন ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনমতো সব তথ্য পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমরা কথা বলি (এটুআইয়ের) কনটেন্ট কো-অর্ডিনেটর সুপর্ণ রায়ের সাথে। তিনি জানান, ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে তথ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় ই-তথ্যকোষ একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ মানুষের উপযোগী করে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ফরম্যাটে কনটেন্টকে ক্যাটাগরিভিত্তিক সাজানো হয়েছে। ইউআইএসসি'র একজন উদ্যোক্তা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের তথ্য এই কনটেন্ট ভান্ডার থেকে খুঁজে নিতে পারছে। জাতীয় ই-তথ্যকোষে একটি বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে যেসব তথ্য ও সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে তার একটা বড় উদ্দেশ্য হলো সে এলাকার জনসাধারণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো। এ উদ্দেশ্যেই জীবন ও জীবিকাভিত্তিক তথ্য সহজে একটি স্থান থেকে পাওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের উদ্যোগে জাতীয় ই-তথ্যকোষটি তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ৪৫০১টি ইউনিয়নে চালু হওয়া তথ্য ও সেবাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই নিজেদের জীবন মান উন্নয়নে ই-তথ্যকোষের সহায়তা নিতে পারছে। তবে পদ্মপুকুর ইউনিয়নে বিদ্যুতের অনুপস্থিতিতে সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে এই তথ্যকেন্দ্র চালু আছে।

জাতীয় ই-তথ্যকোষটি অফলাইন ও অনলাইন দু'টি সংস্করণে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে ইন্টারনেট স্পিড খুব ভালো না থাকায় অফলাইন সংস্করণ করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের কথা মাথায় রেখে এই তথ্যকেন্দ্র যে খুব একটা তথ্যবহুল হয়েছে, তা বলা যাবে না। অফলাইন সংস্করণটি খুব সহজে তথ্যকেন্দ্রের কমপিউটারে ইনস্টল করা যাবে। কনটেন্ট ব্যবহারের এই সুযোগটি স্থানীয় জনগণ বিনা পয়সায় পাবে বলা হলেও সেবা পাওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়া হচ্ছে। প্রতি তিন মাস পর পর অফলাইন সংস্করণটি হালনাগাদ করে তথ্যকেন্দ্রে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে অনলাইন সংস্করণটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমজাদুল ইসলাম বলেন, পদ্মপুকুর ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের কার্যক্রমের ফলে ইউনিয়ন পরিষদে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য অতি সহজে পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউপি নারী সদস্য মোছাঃ মাহুরা পারভিন জানান, এই তথ্যকেন্দ্রের কল্যাণে জন্মনিবন্ধন সনদ পাওয়া সহজতর হয়েছে। জন্মনিবন্ধিত জনগণের একটি ডাটা ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। বর্তমানে শতভাগ জন্মনিবন্ধন সম্পন্ন করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। আমরা মৃত্যু নিবন্ধন নিয়েও এখন কাজ করছি।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব আব্দুল আজিজ জানান, এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ইউআইএসসি সম্পর্কে কৌতূহল রয়েছে এবং নানা তথ্য, যেমন চিংড়ি চাষ, লবণাক্ততা দূর করা ইত্যাদি স্থানীয় বিষয়ের তথ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র দুর্যোগ মোকাবেলায় একটি বড় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রসঙ্গে দুর্যোগ নিয়ে কর্মরত ইমরান উদ্দীন বলেন, "ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। যেমন– মাইকিং ও স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে, কোনো কোনো সময় এসএমএসের মাধ্যমে। দুর্যোগ মোকাবেলায় তথ্যকেন্দ্র একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তা বলা যেতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে তথ্যসমৃদ্ধ ব্যক্তিই সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশে অঞ্চল ভেদে এসব তথ্য পাওয়ার সুযোগ সমান নয়। গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ তথ্য পাওয়ার সুযোগ থেকে প্রায় বঞ্চিতই বলা চলে। কিন্তু বর্তমান সরকারের ইউআইএসসি কর্মসূচি এই প্রভেদ মেটানোর লক্ষ্যে একটি বিশাল পদক্ষেপ। সুবিশাল তথ্যভান্ডার এখন এই সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের হাতের নাগালে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ও প্রচার অভাবে তথ্যকেন্দ্রগুলো তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রয়োজনীয় তথ্যের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ এবং তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় বিশেষ জোর দিতে হবে। জনসাধারণের কাছে এ তথ্যকেন্দ্রের তথ্য পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব তথ্যকেন্দ্র পরিচালনায় জনসাধারণের অংশ নেয়া প্রয়োজন। অঞ্চলভেদে প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রণয়ন ও সংরক্ষণে জনসাধারণের মতামত অবশ্য বিবেচ্য। সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমরা এ কথা বলতেই পারি– ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি অন্যতম নির্দেশক হলো এই চার হাজারেরও বেশি তথ্যকেন্দ্র। শুরুতে অনেক বাধাবিপত্তি থাকলেও সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে জনগণের তথ্যপাওয়ার একটি গণমাধ্যমে পরিণত হবে এই ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র।

নিচে জাতীয় তথ্যকোষ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া হলো :

www.infokosh.bangladesh.gov.bd
www.bangladesh.govt.bd

ফিডব্যাক : vashkar79@hotmail.com

ইউআইএসসি উদ্যোক্তাদের একটি কর্মশালার দৃশ্য